কুড়িগ্রামের ডিসিকে প্রত্যাহার, আরিফুলের জামিন

বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মধ্যরাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে একবছরের সাজা পাওয়া সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যান জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। অন্যদিকে এই সাংবাদিককে সাজা দেয়ার পেছনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আজ রোববার সকালে বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনের আবেদনের পর কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা তাকে জামিন দেন। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাকে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনকে আইনজীবী নিয়োগ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। আরিফ মুক্ত হওয়ার পর জানিয়েছেন, জেল কর্তৃপক্ষ তার কাছে একটি ওকালতনামা পাঠায়। তাকে বলা হয় পরিবার পাঠিয়েছে। এই কথা বলে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। তবে পরিবারের কেউ ওকালতনামায় স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও কাগজ পাঠাননি।

গত শুক্রবার (১৩ মার্চ) মধ্যরাতে বাড়ির বেড়া ভেঙে ঢুকে স্ত্রী- সন্তানদের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আরিফুল ইসলামকে। তার বাসায় আধা বোতল মদ ও দেড়শ’ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ আনা হয়। এরপর গভীর রাতে জেলা প্রশাসকের অফিসে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সূত্র-বণিক বার্তা

এ নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা বলছেন, অবস্থা বেগতিক দেখার পর জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন নিজের লোকজনদের দিয়ে আরিফের পরিবারের সঙ্গে কথা না বলেই কৌশলে তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে জামিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যদিও বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

এদিকে অভিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তার

বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার (১৫ মার্চ) সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ‘শুধু ডিসি নয়, এই ঘটনার সঙ্গে অন্য যেসব কর্মকর্তা জড়িত ছিল নিজ নিজ ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনমনে শনিবার থেকে যত প্রশ্ন উঠেছে সব প্রশ্নের সত্যতা তদন্তে পাওয়া গেছে।’

এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এক-দুজন কর্মকর্তার দায় সরকার বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নেবে না।’

বিভাগীয় কমিশনারের খসড়া প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবেদন কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবো। খসড়াতে যা দেখেছি সেটাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন হবে। যেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর তাই আদেশে তার স্বাক্ষর লাগবে। ফলে দোষীদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটি এখনই বলা ঠিক হবে না।’

আরিফের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তিনি ইতোমধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। যেহেতু প্রতিবেদনে সব উল্লেখ আছে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি সেহেতু একসময় তিনি নির্দোষ প্রমাণ হবেন।’

কুড়িগ্রামের ডিসিকে প্রত্যাহার করা হবে: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও সাজা দেয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

রোববার দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জানান, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ওই ঘটনার তদন্ত করিয়েছি। এতে ডিসির বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তাকে প্রত্যাহার করা হবে। এর পর তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হবে। কর্ম অনুযায়ী তার শাস্তি হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সংশ্লিষ্ট ফাইল অনুমোদন করলে ডিসিকে প্রত্যাহারের আদেশ জারি করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ।

‘তদন্তে অনেক অনিয়ম দেখেছি। বিভাগীয় প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। অহেতুক সেখানে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার সত্যতা পেয়েছি; বিধায় ডিসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে’-যোগ করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। সূত্র- যুগান্তর

শুক্রবার মধ্যরাতে কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে বাড়ি থেকে তুলে আনেন জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিন্টু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট। তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, মাদকবিরোধী অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ৪৫০ গ্রাম দেশি মদ ও ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে সাংবাদিক আরিফের স্ত্রী মোস্তারিমা সরদারের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে একদল লোক দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে ‘তুই খুব জ্বালাচ্ছিস’ বলে আরিফুলকে পেটাতে থাকে। এ সময় তাকেও গালাগাল করা হয়। একপর্যায়ে কয়েকজন মিলে টেনেহিঁচড়ে আরিফকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে জামাও পরতে দেয়া হয়নি। সকালে তিনি জানতে পারেন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে আরেক দফা মারধরের পর সাজানো অভিযোগে আরিফুলকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পরে শনিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রংপুর বিভাগীয় কমিশনারকে ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়। রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কেএম তারিকুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব দেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আবু তাহের মো. মাসুদ রানাকে।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রোববার সকালে জানিয়েছিলেন,

বিভাগীয় প্রতিবেদনটা আমাদের কাছে আসবে। সেটি যাচাই করে একটি সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটা পদক্ষেপ আমরা নেব। দুপুরের পর হয়তো যে সিদ্ধান্ত নেয়ার আমরা নিতে পারব।

স্থানীয়রা জানান, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন একটি পুকুর সংস্কার করে নিজের নামে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিউজ করার পর থেকেই ডিসি আরিফের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন।

বিসিএস ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তা সুলতানা ২০১৮ সালের ৩ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার ডিসির দায়িত্ব নেন।

এদিকে কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা রোববার সাংবাদিক রিগানের জামিন মঞ্জুর করেছেন। জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাদণ্ড দেয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদনও হয়েছে।

সাংবাদিক পোলেনের বাড়িতে হামলায় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশ প্রতিদিনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন এর বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে জেলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটি গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় প্রতিবাদ সভা করেছে।

জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজমের সভাপতিত্বে সভায় দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

গত শুক্রবার ১৩ ই মার্চ রাত দশটার দিকে কালো কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধা একদল দুর্বৃত্ত পোলেনের বাড়ীর গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বাড়ির অভ্যন্তরে ইট পাথর ছুড়ে মারার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেয়। সেই সাথে সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা ওপ্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

একইসাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে হামলার সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় এনে বিচার প্রক্রিয়া করার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় জেলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি নাসের চৌধুরী চ্যানেল সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, নির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান সহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের সাংবাদিক আনিসুজ্জামান মেন্টু আর নেই

ভোরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি আনিসুজ্জামান মেন্টু ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি ভৈরব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চত্বর এর সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার এ আকষ্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও মরহুমের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন’র প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, সাংস্কৃতিক কর্র্মী নিশান সাবের, মাহবুবুল হক মন্টু, ইমদাদুল হক সহ বিভিন্ন জন।

অনলাইন পোর্টালের কার্ডধারীরা সাংবাদিক নয় : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশের গণমাধ্যম চ‚ড়ান্ত স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে এটি যাতে অপরের স্বাধীনতা খর্ব না করে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকতে হবে। অনলাইন পোর্টালের কার্ড নিয়ে যারা সাংবাদিক পরিচয় দেয়, তারা আসলে সাংবাদিক নয়। সব মিলিয়ে গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে।

গতকাল বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, গত দশ বছরে দেশে গণমাধ্যম দ্রুত বিকশিত হয়েছে। এখন মিডিয়া বলতে শুধু খবরের কাগজকে বোঝায় না। এখন এতে খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিও এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংবাদপত্রের চিত্র গত দশ বছরে বদলে গেছে।

হাছান মাহমুদ বলেন, দেশে মিডিয়ার ব্যাপক বিকাশের কারণে এতে আরো অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন, যে কোনো মিডিয়ায় যে কোনো ধরনের ভুয়া নিউজ প্রচার হলে তা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের পাশাপাশি রাষ্ট্রের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী বলেন, অনেকে সামাজিক মাধ্যমকে গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে, এটি একটি অসম্পাদিত প্লাটফর্ম, গণমাধ্যম নয়। তিনি বলেন, অনলাইন পোর্টালের কার্ড নিয়ে যারা নিজেদেরকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেয়, তারা আসলে সাংবাদিক নয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ মিডিয়ায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং দেশে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরির জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতি আহবান জানান।

প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ পাস করেছেন এবং পরে দেশের মিডিয়ার বিকাশের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু তার শাসনকালে প্রেস কাউন্সিল

অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর মতো অনেক আইন পাস করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য বহুত্ববাদী ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। এতে বক্তব্য দেন তথ্যসচিব কামরুন নাহার এবং দৈনিক অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

সূত্র: ইনকিলাব

প্রেমিক প্রেমিকা হিসেবে সাংবাদিকরাই সেরা !

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেম করার বড় জ্বালা। যাদের স্বামী বা স্ত্রী সাংবাদিক, তাদের মুখে প্রায়শই এই কথা শোনা যায়। সাংবাদিক মাত্রই নাকি হামবড়িয়া ভাব থাকে। সবসময় জ্ঞান জাহির করার চেষ্টা করে।
তাই সাংবাদিকদের স্বামী বা স্ত্রী সবসময় অন্যকে বলেন, ‘আর যে পেশার মানুষকে বিয়ে কর, সাংবাদিককে নয়।’

সমীক্ষা বলছে, অন্য যে কোনো পেশার মানুষের চেয়ে সাংবাদিকরা প্রেমিক বা প্রেমিকা হিসেবে অনেক এগিয়ে। কারণ পেশার খাতিরে সাংবাদিকদের নানা সময় নানা জায়গায় যেতে হয়। তাই রাস্তাঘাট থাকে তাদের নখদর্পণে। কোনো জায়গার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে তাদের ঠোঁটস্থ থাকে উত্তর। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশে কোথায় কী বলতে হবে, কোথায় কীভাবে থাকতে হবে, তা নিয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে যায়। ফলে যেখানেই আপনি তাকে নিয়ে যান না কেন, অস্বস্তিতে তো পড়বেনই না, বরং সাংবাদিক সঙ্গী থাকলে আপনার মর্যাদাও বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।

সাংবাদিকতার পেশায় সম্মান আছে। কিন্তু টাকা নেই। অন্য অনেক পেশার

তুলনায় সাংবাদিকদের পারিশ্রমিক বেশ কম। স্রেফ নেশার তাগিদেই সংবাদ সন্ধানে ছুটে যায় তারা। টাকাটা তাদের কাছে বড় ব্যাপার নয়।

সাংসারিক জীবনেও এই মনোভাব কাজ করে। ফলে স্বামী বা স্ত্রীর আয় নিয়ে এদের কোনো মোহ থাকে না। এমন সঙ্গী পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। তার উপর সাংবাদিকদের পেশার তাগিদে খাটতে হয় প্রচুর। ইচ্ছা-অনিচ্ছার উর্ধ্বে গিয়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে ওঠে তারা।

সঙ্গী বা সঙ্গিনী যদি পরিশ্রমী হয়, তবে তো সবারই লাভ। তার উপর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলানোর মতো সময় তাদের থাকে না।

সাংবাদিকরা চান বা না চান, অনেক রকম কাজ তাদের শিখতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো সাংসারিক জীবনেও উপকারে লাগে। এছাড়া পেশার খাতিরে তাদের পড়াশোনাও করতে হয় প্রচুর। তাই যে কোনো বিষয়ের উপর মোটামুটি জ্ঞান তাদের থাকে।

এখানে সুবিধা দু’টি। এক তো আপনি কোনো বিষয় না জানলে সঙ্গীর থেকে জেনে নিতে পারবেন। কোথায় কখন কী কাজে লেগে যায়, বলা তো যায় না। আর দ্বিতীয়ত, আপনি কোনো বিষয়ে আলোচনা করার মতো লোক পেয়ে যাবেন।

এছাড়া পেশার খাতিরেই বিশ্বাসী হন সাংবাদিকরা। সংবাদ উৎস সবসময় গোপন রাখতে হয় তাদের। এটা ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলে বেশি।

– এমপি ডেস্ক